গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৩ অধিশাখা
www.ssd.gov.bd

স্মারক নং- ৫৮.০০.০০০০.০১৪.০৬.০০৬.২০১৭- ৮৬৯

তারিখঃ ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৪২৪ / ১৩ ডিসেম্বর, ২০১৭

বিষয়ঃ বিভাগীয় কমিশনারগণের সাথে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে ৩০ নভেম্বর ২০১৭ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-এর সভাপতিত্বে বিভাগীয় কমিশনার সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার কার্যবিবরণী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি :সভার কার্যবিবরণী।

১৩.১২.১৭
(মোঃ আবদুল কাদির)
উপসচিব
ফোনঃ ৪৭১২৪৩৫৯
admin3@ssd.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ঢাকা।
২। বিভাগীয় কমিশনার ....(সকল)।
৩। অতিরিক্ত সচিব ....(সকল), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
৪। মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা।
৫। মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা।
৬। কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৭। প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা। ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার অনুরোধসহ।

অনুলিপিঃ

সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
প্রশাসন-৩ অধিশাখা

বিষয়ঃ সুরক্ষা সেবা বিভাগ,স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে নভেম্বর ২০১৭ মাসের বিভাগীয় কমিশনার সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতিঃ ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী, সচিব,সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
তারিখ ও সময়ঃ ৩০ নভেম্বর ২০১৭, বেলা ১২.০০-১.০০ টা পর্যন্ত
স্থানঃ সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকাঃ পরিশিষ্ট-'ক'

সভাপতি সভার শুরুতে সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানিয়ে সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বলেন সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতাধীন ০৪ টি অধিদপ্তরের প্রায় সকল কার্যক্রম মাঠ প্রশাসনের সাথে জড়িত। বিভাগীয় কমিশনারগণ এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। তিনি বিভাগীয় কমিশনারগণের সুযোগ্য নেতৃত্বে সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতাধীন অধিদপ্তরসমূহের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। নবসৃষ্ট সুরক্ষা সেবা বিভাগকে একটি গতিশীল ও কার্যকর সেবামুখী জনবান্ধব প্রশাসন গড়ার লক্ষ্যে স্ব স্ব অবস্থানে থেকে আন্তরিকভাবে কাজ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহবান জানান।

অতঃপর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহের উপর দপ্তর প্রধান এবং বিভাগীয় কমিশনারগণ বক্তব্য উপস্থাপন করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

১. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর:

নং	বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
ক.	মাদকের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা জোরদারকরণ	• ইসলামী ফাউন্ডেশন এর উদ্যোগে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রচার; • মাদক বিরোধী সাইনবোর্ড ও বিলবোর্ড স্থাপন করা; • বিভাগ, জেলা, উপজেলা পর্যায়ে সমাবেশসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদক বিরোধী বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা; • বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সাংবাদিকসহ বিভিন্ন পেশাজীবীদের, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে সম্পৃক্ত করে মতবিনিময় করা; • মাদক বিরোধী বিভিন্ন ধরনের ডকুমেন্টারি ও প্রকাশনা প্রচার করা; • মাদকপ্রবণ এলাকাগুলোতে প্রচার-প্রচারণা ও কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে জনসচেতনতা তৈরী করা; • মাদক বিরোধী গৃহীত কর্মসূচির অগ্রগতি নিয়ে বিভাগীয় আইন-শৃংখলা কমিটি,জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি এবং জেলা আইন শৃংখলা কমিটির সভায় এজেন্ডাভুক্ত করে আলোচনা করা; • বিভিন্ন ধর্মীয় সভায়/ওয়াজ মাহফিলে মাদকের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ধর্মীয় ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)।

		ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক মাদকবিরোধী বক্তব্য প্রদান করা; • ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক ইমামগণের প্রশিক্ষণ সূচীতে মাদক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করত: উক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণকে অনুরোধ করা ; • সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণের অংশগ্রহণের মাধমে জেলা এবং বিভাগীয় পর্যায়ে বড় ধরনের সমাবেশের আয়োজন করা এবং উক্ত সমাবেশে মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগসহ উদ্ধতন কর্মকর্তাগণকে অংশগ্রহনের জন্য আহবান করা; • মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক নিয়মিত ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে সচেতনতামূলক সভায় অংশগ্রহণ করা; • মাদকের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করতে উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ/তার উপযুক্ত প্রতিনিধি কর্তৃক শুক্রবার জুমার দিন পর্যায়ক্রমে সকল মসজিদে খুদবার আগে মাদক বিরোধী বক্তব্য প্রদান করা।	
খ.	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অধিনস্ত দপ্তরসমূহের কার্যক্রম তদারকিকরণ	দাপ্তরিক কাজের অংশ হিসেবে বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণকে নিয়মিত স্থানীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অফিসসমূহ পরিদর্শন করে এ সংক্রান্ত কাজের অগ্রগতি সুরক্ষা সেবা বিভাগ-কে অবহিত করা।	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)।
গ.	মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র	• লাইসেন্স প্রাপ্ত (সংলগ্নী-১) মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন করা এবং স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য জেলা পর্যায়ে সিভিল সার্জন ও উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তার সাথে সমন্বয়সাধন করা; • ইতোমধ্যে চিহ্নিত অবৈধ নিরাময় কেন্দ্রসমূহের (সংলগ্নী-২) বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা; • অবৈধভাবে কোন নিরাময় কেন্দ্র যেন গড়ে না উঠে সে দিকে নজরদারি বৃদ্ধি করা; • যে সকল জেলায় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র নেই (সংলগ্নী-৩) সে সকল জেলায় স্থানীয়ভাবে নিরাময় কেন্দ্র চালুর বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা; • বৈধ মাদকাশক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা; • স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জেলা/উপজেলা পর্যায়ে প্রতিটি হাসপাতালে মাদকাসক্ত রোগীদের জন্য পৃথক ইউনিট স্থাপন করা; • স্থানীয় ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠনের উদ্যোগে বিভাগীয় পর্যায়ে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপনে বিভাগীয় কমিশনার(সকল) কতৃর্ক উৎসাহ প্রদান করা।	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)।

ঘ.	বিভাগীয় পর্যায়ে সভা অনুষ্ঠান	মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার রোধকল্পে প্রয়োজনে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণকে নিয়ে বিভাগীয় পর্যায়ে সভা করা।	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)।
ঙ.	মোবাইল কোর্ট এবং টাস্কফোর্স অভিযান পরিচালনা	উপজেলা, জেলা এবং মাদকপ্রবণ এলাকায় নিয়মিত মোবাইল কোর্ট এবং টাস্কফোর্স অভিযান পরিচালনার সংখ্যা বৃদ্ধি এবং অভিযান জোরদার করা।	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)।
চ.	মাদক ব্যবসায়ীদের তালিকা	বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সংস্থা থেকে প্রাপ্ত মাদক ব্যবসায়ীদের তালিকা জেলা প্রশাসকগণকে প্রদান করে অভিযান পরিচালনার নির্দেশনা প্রদান করা।	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)।
ছ.	মন্ত্রণালয়ের পাক্ষিক মনিটরিং প্রতিবেদন অবহিতকরণ।	সুরক্ষা সেবা বিভাগ প্রতি মাসের ১ এবং ১৬ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রতিটি ইউনিটের কার্যক্রম মনিটরিং করে। এ সংক্রান্ত তথ্য বিবরণী (সংলগ্নী-৪) অনুযায়ী এখতিয়ারাধীন ইউনিটসমূহের সর্বশেষ কার্যক্রমের অবস্থা মনিটরিং করা।	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)।
জ.	পাঠ্যপুস্তকে মাদকের অপব্যবহার রোধ কল্পে শিক্ষা কারিকুলামে সূচি অন্তভুক্ত করন	পাঠ্যপুস্তকে মাদকের অপব্যবহার রোধ কল্পে শিক্ষা কারিকুলামে পাঠ্য বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত করনের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা।	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/মাদক অনুবিভাগ।
ঝ	ময়মনসিংহ বিভাগের বিভাগীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিসে কর্মকর্তা পদায়ন	ময়মনসিংহ জোনের উপপরিচালককে ময়মনসিংহ বিভাগের বিভাগীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা।	
ঞ	উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এর কমর্কতা/কর্মচারীগণের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে Training Need Assess করে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা।	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/বিভাগীয় কমিশনার (সকল)
ট	মাদক আইনের উপর মতামত প্রেরণ	• মাদকদব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রেরিত খসড়া মাদক আইনের উপর বিভাগীয় কমিশনার(সকল) কর্তৃক মতামত প্রদান করা; • জেলা পর্যায়ে মাদকের মামলা নিস্পত্তির জন্য বিশেষ আদালত স্থাপন সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রস্তাবনা প্রেরণ করা।	বিভাগীয় কমিশনার (সকল)।
ঠ	মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্র বিষয়ে উপজেলা পর্যায়ে একটি হেল্প ডেক্স স্থাপন	মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্র সম্পর্কে উপজেলা পর্যায়ে একটি হেল্প ডেক্স স্থাপন করা।	বিভাগীয় কমিশনার (সকল)।

২. **কারা অধিদপ্তর:**

নং	বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
ক.	কারাগার পরিদর্শন	বিভাগীয় কমিশনারগণ/জেলা প্রশাসকগণ কর্তৃক কারাগারসমূহ পরিদর্শন করা।	বিভাগীয় কমিশনার(সকল)।
খ.	কারাগারের নামে অধিগ্রহণকৃত জমির রেকর্ড সংশোধন	কারা অধিদপ্তরের অধিগ্রহণকৃত জমির রেকর্ড (সংলগ্নী-০৫) কারা অধিদপ্তরের নামে সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা।	কারা অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার(সকল)।

২০

গ.	অবৈধভাবে দখলকৃত কারাগারের জমি উদ্ধার।	• কারাগারের জমি দখলমুক্ত করার লক্ষ্যে সীমানা নির্ধারণ পূর্বক সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা; • অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদের জন্য প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	কারা অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার(সকল)।
ঘ.	এল এ প্রাক্কলন প্রস্তুতকরণ	• মৌলভীবাজার (৩.০৩ একর), মাদারীপুর (৬.০০ একর), সিরাজগঞ্জ (৪.০০ একর) এবং খুলনা (৩.৩১ একর) জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যে এল এ প্রাক্কলন দ্রুত সম্পন্ন করা; • বিজ্ঞ আদালতে বিচারাধীন এল এ মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইনি সহায়তা প্রদান করা।	সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার(সকল)।
ঙ.	কারাগারের খাদ্যের মান উন্নয়ন	বন্দিদের খাবারের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা।	কারা অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)।
চ.	কারাগারে সরবারাহকৃত খাদ্য তালিকা Diversified (বৈচিত্র্যময়) করণ	সম্ভাব্যতা ও যথার্থতা যাচাই করে বর্তমানে সরবরাহকৃত খাদ্যতালিকা Diversified (বৈচিত্র্যময়) করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	কারা অধিদপ্তর।
ছ.	অবৈধভাবে দখলকৃত কারাগারের জমি উদ্ধার	• কারাগারের জমি দখলমুক্ত করার লক্ষ্যে সীমানা নির্ধারণপূর্বক সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা; • অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদের জন্য প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	কারা অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার(সকল)।
জ.	অবৈধভাবে মোবাইল ফোন ব্যবহার এবং কারাবিধি পরিপন্থী কার্যক্রম বন্ধ করা।	কারাগারের অভ্যন্তরে অবৈধভাবে মোবাইল ফোন ব্যবহার বন্ধ এবং কারাবিধি পরিপন্থী কোন কার্যক্রম যাতে সংঘটিত না হয় তার জন্য সার্বক্ষণিক মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা।	কারা অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)।
ঝ.	কারাবন্দিদের হাসপাতালে অবস্থান	যে সকল কারাবন্দি চিকিৎসকের প্রত্যয়ন নিয়ে দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি থাকেন তাদের পাক্ষিক প্রতিবেদন এ বিভাগ কর্তৃক সংগ্রহ করা হচ্ছে (**সংলগ্নী**-৬)। এক্ষেত্রে চিকিৎসার অজুহাতে যাতে কোন অনিয়ম না হয়, সে বিষয়টি নিয়মিত মনিটরিং করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসক কর্তৃক কারাগার পরিদশর্নকালে বিষয়টি নিয়মিত মনিটরিং করা।	বিভাগীয় কমিশনার (সকল)।
ঞ	কক্সবাজার জেলার উখিয়া উপজেলায় উন্মুক্ত কারাগার স্থাপন	কক্সবাজার জেলার উখিয়া উপজেলায় উন্মুক্ত কারাগার স্থাপনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ভূমি প্রাপ্তির জন্য অত্র বিভাগ থেকে ইতোমধ্যে প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। এ বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার-কে পত্র দেয়া হয়েছে। আলোচ্য উন্মুক্ত কারাগার স্থাপনের লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়ের পরামর্শ অনুযায়ী জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার কর্তৃক পুন:প্রস্তাব প্রেরণ করা।	বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম।
ট	কারা বন্দিদের শ্রেণী বিন্যাস।	• কাস্টডি ওয়ারেন্টে Risk Level উল্লেখ পূর্বক কোর্ট ইন্সপেক্টরগণের সহযোগিতায় কারা বন্দিদের শ্রেণীবিন্যাস করা; • গুরুত্বপূর্ণ মামলায় জঙ্গি কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত বন্দিদেরকে বিভিন্ন সেলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখার ব্যবস্থা করা;	কারা অধিদপ্তর।

৩. **বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরঃ**

নং	বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
ক.	দালাল কর্তৃক পাসপোর্ট প্রত্যাশিদের হয়রানী বন্ধকরণ	পাসপোর্ট অফিসের আশে-পাশে অবাঞ্চিত ব্যক্তি ও দালাল দ্বারা সেবা গ্রহীতার হয়রানী বন্ধ করার নিমিত্ত নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা।	বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)।
খ.	অনলাইনে পাসপোর্ট আবেদন	• ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে অনলাইনে পাসপোর্টের আবেদনের বিষয়টি জনপ্রিয় করার নিমিত্ত জনসচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা; • পাসপোর্ট প্রত্যাশিদের পুলিশ প্রতিবেদন অনলাইনে প্রাপ্তির বিষয়টি জেলা আইন শৃংখলা কমিটির সভায় আলোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা; • প্রত্যেক পাসপোর্ট অফিসে ফরম পূরণের জন্য হেল্প ডেস্ক স্থাপনে উদ্যোগ গ্রহণ করা; • Special Branch কর্তৃক সম্পাদিত পাসপোর্ট প্রত্যাশীদের প্রতিবেদন দ্রুত পাওয়ার লক্ষ্যে জেলা প্রশাসক/ বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)।
গ.	পাসপোর্ট অফিস ভবন নির্মাণ	• ১৬টি জেলায় (**সংলগ্নী**-৭)পাসপোর্ট অফিসের নিজস্ব ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করা; • ভবন নির্মাণ কাজের গুণগতমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্মাণ কাজ নিয়মিত তদারকির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)।
ঘ.	মিয়ানমার থেকে আগত আশ্রয় প্রার্থীদের নিবন্ধন	• মিয়ানমার থেকে আগত আশ্রয় প্রার্থীদের নিবন্ধন করার জন্য ৯৬ টি ওয়ার্ক স্টেশন স্থাপন করা হয়। এ সকল ওয়ার্ক ষ্টেশনে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ সাময়িকভাবে নিয়োজিত থেকে কার্যক্রম পরিচালনা করছেন; • আশ্রয়প্রার্থীদের নিবন্ধন কার্যক্রমে জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার কর্তৃক বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা; • মিয়ানমার হতে আগত আশ্রয়প্রার্থীগণের ক্যাম্পে মাদকবিরুধী কার্যক্রম প্রতিহত করার নিমিত্ত নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখা।	বিভাগীয় কশিনার, চট্টগ্রাম

৪. **ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর:**

নং	বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
ক.	অনাপত্তি সনদ গ্রহণ	পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বহুতল ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর থেকে অনাপত্তি সনদ গ্রহণের বিষয়টিকে গুরুত্ব প্রদান করা।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)।

২০

খ.	জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত মামলা	• ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের জমি অধিগ্রহণের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন এল এ মামলাসমূহ (**সংলগ্নী**-০৮) দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে জেলা প্রশাসকগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা। • ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম তরান্বিত করা।	বিভাগীয় কমিশনার(সকল)।
গ.	ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপনের জন্য জমি অধিগ্রহণ	• ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপনের নিমিত্ত যথোপযুক্ত স্থান নির্বাচন করা; • ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে কোন জটিলতা সৃষ্টি হলে বা মামলা-মোকদ্দমার উদ্ভব হলে উদ্ভুত পরিস্থিতি নিরসনকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা; • ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপনের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণের কার্যক্রমকে (**সংলগ্নী**-০৯) অগ্রাধিকারভিত্তিতে বিবেচনায় নেয়ার জন্য বিভাগীয় কমিশনার(সকল) কর্তৃক জেলা প্রশাসকগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)।
ঘ.	গণসচেতনতা জোরদারকরণ	• এলাকাভিত্তিক স্কুল-কলেজে অগ্নি ও দুর্ঘটনা প্রতিরোধে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন করা; • জেলা/উপজেলা পর্যায়ের বড় বড় স্কুল-কলেজে নিয়মিত মহড়া অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ছাত্র/ছাত্রীদের মাঝে অগ্নি নিরোধ সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধি করা; • প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্থানীয় ক্যাপাসিটি ও ভলান্টিয়ার সংখ্যা বৃদ্ধিসহ তাদের তালিকা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা; • ভলান্টিয়ারদের প্রশিক্ষণ ও সমাবেশ পরিচালনায় প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থানের জন্য সংশোধিত বাজেটে প্রস্তাব প্রেরণ করা।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)।
ঙ.	আইন/বিধি প্রণয়ন	• হাই রাইজ বিল্ডিং নির্মাণের ক্ষেত্রে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের অনাপত্তি গ্রহণ বাধ্যতামূলক করার নিমিত্ত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা আহ্বান করত: বিল্ডিং কোড সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা; • যানবাহন এবং আবাসিক বাসা-বাড়িতে গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহারের সংখ্যাধিক্য এবং দুর্ঘটনার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে সিলিন্ডার নিয়মিত পরীক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা আহ্বান করত: এ সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)।

পরিশেষে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি কর্তৃক সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

২০/১২/১৭

(ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী)
সচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।